

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর
“নৈতিকতা কমিটির” সভার কার্যবিবরণী ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামে গঠিত নৈতিকতা কমিটির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ২য় সভা বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শফিউল আজম এর সভাপতিত্বে ২৮.১২.২০২১ ইং বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় । সভায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন :

- (ক) জনাব মোঃইউনুচ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক(উপ-মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে), বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সদস্য
(খ) জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, কর্মকর্তা(অবাক), বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সদস্য
(গ) জনাব শিরীন আক্তার, উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

০২। ব্যক্তিগত, কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চার গুরুত্ব বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। দক্ষতা ও জ্ঞান হলো সফলতার/উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে কোন প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সফলতা অর্জনে শুদ্ধাচার চর্চার বিকল্প নেই। তবে এর নেতিবাচক প্রয়োগ কখনোই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই, দক্ষতা ও জ্ঞানের সাথে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সময়ানুবর্তিতা, আইনের প্রতি আনুগত্যতা তথা শুদ্ধাচারের যাবতীয় বিষয়ের সু-সমর্থন প্রয়োজন। সুশাসন নিশ্চিতকরণে শুদ্ধাচার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি অংশ থেকে ব্যক্তি শুদ্ধাচারের শিক্ষা অর্জন করে তা বাস্তবজীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতেও নানামুখী দূর্নীতি পরিলক্ষিত হওয়ায় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরি বলে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূর্নীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় যার বিবরণ নিম্নরূপ :

০১) ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সকল ক্ষেত্রে তথা বিকেবির কর্মপরিসরে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ন্যূনতম ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

০২) আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা অন্য যে কোন বিষয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিতকরণের উপায় হিসেবে দৃষ্টিগোচর স্থানে অভিযোগ বাস্তব অধিকাংশ শাখায় ও সকল কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। যে সকল শাখায় এখনও অভিযোগ বাস্তব স্থাপন করা হয়নি, সে সকল শাখাকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ বাস্তব স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করতে হবে (সংশ্লিষ্ট মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল প্রধানের মাধ্যমে)।

০৩) খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি থেকে মুক্তিকল্পে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায়ে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে দ্বি-পাক্ষিক সভা আয়োজনের বিষয়টি চলমান রাখতে হবে ও এ বিষয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

০৪) বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শাখাকে ডিজিটলাইজড করার বিষয়ে আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং শাখা সমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষ করে কম্পিউটার পরিচালনায় তীতি/অনীহা দূর করে আন্তরিকতার সাথে স্বউদ্যোগে দক্ষ হতে সচেষ্ট হবেন। নির্ধারিত শাখাসমূহে জেনারেটর ও কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি সরবরাহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।

০৫) সংশ্লিষ্ট সকলে সততার সাথে মানি লভারিং রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

০৬) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঞ্চল প্রধানগণ নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এ বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে আরও তৎপর হতে হবে।

০৭) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শাখা পরিদর্শন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে(বিকাচ, সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয়সমূহ)।

০৮) প্রাতিষ্ঠানিক গনশুনানী বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

০৯) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রনোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত BKB Loan Disbursement, Under Covid-19 Stimulus Package Portal লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

১০) প্রকাশ্যে ও গুণীজনদের উপস্থিতিতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম সকল শাখাসমূহে জোড়দার করতে হবে।

১১) শাখাসমূহে কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়া জোড়দারকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

১২) ফ্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইড লাইন-২০১৯ এর নির্দেশনা যথাযতভাবে পরিপালন করতে হবে।

১৩) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৬০) অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে।

১৪) কোভিড-১৯ বর্তমান বিশ্বে সংক্রমণের প্রবনতা চলমান। সকল স্তরে ব্যাংক কর্মীদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অধিকতর তৎপর ও যত্নবান হতে হবে(বিকাচ,সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয় সমূহ)।

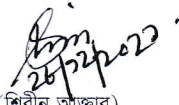
১৫) শাখা পর্যায়ে সকল গ্রাহকদের সাথে সৌজন্যমূলক ও আন্তরিক মনোভাব পোষন করে ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করতে হবে,যাতে ব্যাংকের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয় (বিকাচ,সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয় সমূহ)।

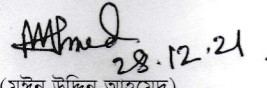
সিদ্ধান্তঃ

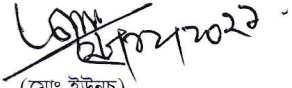
ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আওতায় নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। (কার্যকরনঃ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা,বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম)।

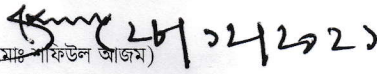
খ) সার্বিকভাবে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল কে সদ্য চালুকৃত ০৬টি ডিপোজিট স্কীমসহ সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব খুলে আমানত সংগ্রহ জোরদার করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সভাপতি মহোদয় সভায় গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে অনুরোধ এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(শিরীন আক্তার)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা


(মঈন উদ্দিন আহমেদ)
কর্মকর্তা(অবাক)
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
সদস্য


(মোঃ ইউনুচ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক(দায়িত্বে)
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়
চট্টগ্রাম
ও
সদস্য

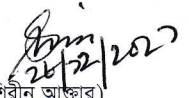

(মোঃ সাফউল আজম)
মহাব্যবস্থাপক
বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
সভাপতি

সূত্র নং-বিকাচ(পরি)১১(২৬)/২০২১-২০২২/২১৯৯

তারিখঃ ২৮.১২.২০২১খিঃ

অবগতি ও কার্যকরনে অনুলিপিঃ-

- ১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, আত্রাবাদ/চট্টগ্রাম কর্পোরেট শাখা,চট্টগ্রাম।
- ৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক,বিকেবি,চট্টগ্রাম বিভাগ।


(শিরীন আক্তার)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা